০৫-০৪-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের মধ্যে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের আদান-প্রদান করে, একে অন্যকে পালনা দাও ও জ্ঞান-রত্নের দান করতে থাকো"

প্রশ্ন :- নিজেকে নিজেই অপার খুশীতে রাখার পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- খুশীতে থাকার জন্য জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন কর। নিজেই নিজের মনের সাথে বার্তালাপ করতে শেখো। যদি কোনও কর্মভোগ আসে, তবুও খুশীতে থেকেই সেগুলির বিচার করে দেখবে। তোমার এই শরীর তো পুরোনো জুতোর মতন। আগামী ২১-জন্ম তোমরা নিরোগী কাঞ্চন-কায়া হতে চলেছো। এভাবেই জন্ম-জন্মান্তরের কর্মভোগ শেষ হচ্ছে এখন। যখন কোনও রোগ সেরে যায়, অর্থাৎ আপদ বিদায় নেয়, তখন মন খুবই খুশী হয় -তাই না ! এমন সব বিচার-সাগর মন্থন করেই খুশীতে থাকো।

গীত :- মাতা ও মাতা, তুমিই যে মা
. বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা।

ওঁম্ শান্তি! এই গীতে আছে মাতাদের মহিমা। "বন্দে মাতরম্"- এইভাবেও মাতাদের বন্দনা করা হয়। হে মাতা, শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই তুমি সবাইকে পালন কর। কিন্তু কি প্রকারের সেই পালনা ? তা হলো অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের পালনা, অর্থাৎ জ্ঞান-অমৃতের কলস থেকে সেই পালনা হয় যা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই সেই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের সম্পদ পেয়ে থাকো তোমরা। বাস্তবে, মূল মহিমা কিন্তু শিববাবারই। একমাত্র উনিই হলেন "করন-করাবনহার"। আর জগদম্বা হলেন বিশ্বের মাতা। এমন আরও অনেক মাতাও নিশ্চয় আছেন সেখানে। তাই এই মহিমা সব মাতাদেরই উদ্দেশ্যে। এই মাতারাই আমাদেরকে খুব ভালভাবে লালন-পালন করতে পারেন। শিববাবার এই রুদ্র-যজ্ঞে যারা আছে তাদেরকে যেমন পালন করে, তেমনি বাবার অবিনাশী জ্ঞান-রত্নও মাতাদের দ্বারাই লালিত-পালিত হয়। যেহেতু সংখ্যাধিক্য তো মাতাদেরই। অবশ্য ভাইদের মধ্যেও এমন অনেক আছেন, যারা বোনেদেরও পালন করে। বি.কে.রা একে অপরের মাধ্যমে এভাবেই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের পালনা করে। ফলে ভাই-এর যেমন বোনের প্রতি, বোনেরও তেমনি ভাই-এর প্রতি সেই ঈশ্বরীয় প্রীতি ও ভালবাসা থাকে। কিন্তু জাগতিক দুনিয়ায় তো একে অপরের প্রতি কেবল শত্রুতা ভাবই থাকে। তারা একে অপরের প্রতি কাম-বিকারের ভাবই আদান-প্রদানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন সম্পদের আদান-প্রদানই চলে। তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে কেবলমাত্র ভাই-বোনেরই সম্পর্ক। তাই তো তোমাদের এত মান-সন্মান, নাম-ডাক। যেহেতু তোমরা বি.কে.-রা প্রজাপিতা ব্রহ্মার পুত্র ও কন্যা। খুব বোধ-বুদ্ধি দিয়ে এসব বোঝারও ব্যাপার আছে। আর তোমরা তা করো বলেই তো গীতের মাধ্যমে মাতাদের এত মহিমা করা হয়। সরস্বতী অর্থাৎ জগৎ-অম্বা যিনি, ওনার তো তবে অনেক বাচ্চা-কাচ্চাও থাকবে। অর্থাৎ তার পরিবারও তো থাকবে। সাধারণ কথাতেই তো অবশ্যই বোঝা যায় তা। বোর্ডে "প্রজাপিতা" শব্দ তো লেখাই আছে। এই ব্রহ্মাবাবাকেই বলা হয় প্রজাপিতা। অতএব নিশ্চয় কোনও না কোনও সময়ে ব্রহ্মার দ্বারা সেই প্রজার রচনা হয়েছিল। ব্রহ্মাই এই সাকারী সৃষ্টির প্রকৃত পিতা। একথাও প্রচলিত আছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ তারাই, যারা

ব্রহ্মার আদি-সনাতন বাচ্চা। বাস্তবে আদি-সনাতন দেবী-দেবতা বলাটাও ভুল। এটা তো সত্যযুগের ধর্মের নাম। এই আদি-সনাতন ধর্ম কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম। যা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে। এমন কি দেবতা ধর্মেরও পূর্বে সৃষ্ট এই ব্রাহ্মণ ধর্ম। যা সকল ধর্মের শিরোমণি, যাকে বলা যেতে পারে সঙ্গমযুগী আদি-সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম। অন্যদেরকে বোঝাবার জন্য কত সুন্দর রহস্য এটা।

বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন- নতুন যে কেউ আসুক না কেন, সর্বাগ্রে তাদেরকে জানাতে হবে বাবার সঠিক পরিচয়। এটাই মুখ্য ব্যাপার। বর্তমান দুনিয়ায় ব্রাহ্মণদের কোনও রাজধানীই নেই। একথা তো লিখিতই আছে যে, সত্যযুগ দেবী-দেবতাদের শ্রেষ্ঠ-সার্বভৌম রাজত্ব, যা তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মের প্রাপ্ত অধিকার, অর্থাৎ যা প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের। অন্যদেরকেও এটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে, সেই রাজধানী কবে আর কিভাবে তা পাওয়া যায়। তাই তাদের সামনে ত্রিমূর্তির চিত্র রাখতে হবে অবশ্যই। তাতেই লেখা আছে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব ব্রাহ্মণদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার আসে কিসের দ্বারা ? সেসবও লিখতে হবে তাতে। এমনই বোর্ড বানিয়ে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ বাড়ীর বাইরে তা লাগাবে। যেমন সরকারী অফিসারদের বাড়ীর বাইরে বোর্ড লাগানো থাকে। কেউ কেউ আবার তাদের পোষাকে ব্যজ্ বা মেডেলও লাগিয়ে রাখে - যা তাদের নিজের নিজের পদ ও প্রতীক বোঝায়। তোমাদেরও তেমনি প্রতীকি থাকা দরকার। এমনই নির্দেশ দিচ্ছেন বাবা। কিন্তু নির্দেশ পালন করার কর্তব্য ও অভ্যাস - সে তো বাচ্চাদেরই কাজ। দ্রুততার লক্ষ্যে বিহঙ্গ-মার্গের নানা সেবা করারও প্রয়োজন আছে। এই বিহঙ্গ-মার্গ সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন ডাক্তার-ব্যারিস্টারেরা তাদের বাড়ীর বাইরে বোর্ড লাগায়, তেমনি তোমাদদেরও বোর্ড লাগানো থাকলে, লোকেরা এসে তোমাদের কাছে তা জানতে পারবে, কিভাবে শিববাবা ব্রহ্মার মাধ্যমে তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব দিয়ে থাকেন। এসব জেনে মানুষেরা আশ্চর্যই হয়ে যাবে। আরও জানার আগ্রহে তখন তারা নিজেরাই ভিতরে আসবে। বহুতল বাড়ীগুলির বাইরের দেওয়ালেও তা লাগাতে পার। আর তাতে তোমাদের নিজের নিজের জীবিকা, ব্যাবসা এসবেরও উল্লেখ থাকবে বোর্ডে। বাচ্চারা, তোমরা এভাবে সেবা না করতে পারলে, এই মহান সেবা-কার্য তো এগোবেই না। একেই তো চর্তুদিকে মায়ার প্রকোপ, ফলে বাচ্চাদের মধ্যেও সেভাবে নিশ্চয়তা আসে না যে তারা (পরমাত্মা) বাবার কাছেই আসছে। এই জন্মেই যেখানে তোমাদের ৮৪-জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হচ্ছে, তখন তো আগামী নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে যাবার আশীর্বাদী-বর্সা নিতেই হবে - অথচ, সেটাই যে তোমাদের মনে থাকে না। তাই বাবা বলছেন, কর্ম-কর্তব্য যত সময় ধরে, যত কিছুই কর না কেন, সময় পেলেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। যেখানে তোমরা নিজেরাই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছো - এটাই তোমাদের সবার অন্তিম জন্ম। পুনর্জন্মে আর এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসবে না তোমরা। যেহেতু তোমরা এখন জেনেই গেছো, এই মৃত্যুলোকের বিনাশ হতে চলেছে। এরপর প্রথমে যেতে হবে নির্বাণধামে, যা আত্মাদের শান্তিধাম। এই বিষয়গুলিই নিজেরা নিজেদের সাথে বাক্যালাপ করতে থাকবে আর সেগুলির বিচার সাগর মন্থন করবে।

বাবা বলছেন- বাচ্চারা তোমরা হলে কর্মযোগী। তোমাদের কি কচ্ছপের মতন বিচক্ষণতাও নেই ? সেও কিন্তু শরীর নির্বাহের জন্য ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে নিজের কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্বে রেখে শান্ত ভাবেই বসে থাকে। তোমাদেরও তেমনি শান্ত হয়ে বাবার স্মরণে বসা উচিত। স্ব-দর্শণ চক্র ঘুরিয়ে নিজেকেই সবকিছু বুঝতে হবে। নিজেকে মাস্টার বীজরূপ ভাবতে হবে। বীজের মধ্যেই যে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান থাকে। কিভাবে তার উৎপত্তি হয়, তার লালন-পালন, বৃদ্ধি ইত্যাদি কিভাবে

হয় .....। ঠিক তেমনি ভাবেই জানতে হবে ড্রামার ৮৪-চক্রের আবর্তনের বিষয়টা। ৮৪-জন্মের চক্রকে বোঝাবার জন্যই গোলার চিত্র বানানো হয়েছে, যাতে মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সহজেই জ্ঞান আসতে পারে। বাবা এটাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে একমাত্র বি.কে.-রাই ৮৪-জন্মের চক্রে এসে থাকে। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয় - তারাই ৮৪-জন্ম লাভ করে। যেহেতু ৮৪-জন্মের ব্যাপারটা একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। একথা তো প্রচলিতই আছে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত - যা এই ৮৪-জন্মের মধ্যেই আসে। অতএব ত্রিমূর্তির একটা বোর্ড বানিয়ে তাতে লেখা উচিত - (স্বর্গ-রাজ্য) ঈশ্বরীয় সন্তানদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই সুযোগকে যদি নিতে চাও তো এখানে এসে তা নাও। আর যদি তা এখনই না কর, তবে আর কখনই তা হবে না। তোমাদের যা কিছু পুরুষার্থ করার তা মহাভারতের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তা করতে হবে। আর এই বোর্ড বানানোটাও খুবই সহজ ব্যাপার। তা ত্রিমূর্তিরই লাগাও কিম্বা শিববাবারই লাগাও। তাতে তো পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই নাম লেখা থাকবে। এক ও একমাত্র উনিই যে গীতার ভগবান। গীতাতেও কেবলমাত্র এই রাজযোগের কথাই লেখা আছে। এইভাবেই তোমরা লিখবে- "দৈবী স্বরাজ্য ঈশ্বরীয় সন্তানদের জন্মসিদ্ধ অধিকার।" এখানে দুজন একত্রে, একজন শিববাবা আর একজন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এনার মাধ্যমেই আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। যেই বর্সার দ্বারা তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের রাজা-রাণী হও। রাম, যার প্রকৃত অর্থ শিব- তিনি (জীবাত্মাদের) কি দেন, আর রাবণই বা কি দেন - বাচ্চারা, সেকথা তোমরা খুব ভালই জানো। অর্দ্ধ-কল্প থাকে রামরাজ্য আর বাকী অর্দ্ধ-কল্প রাবণরাজ্য। কিন্তু এমনটা মোটেই নয় যে, পরমাত্মা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেবে। আর তা আসে ৫-বিকারের কারণে। বিকারই তোমাদের দুঃশ্চরিত্র বানায় - যা রাবণের দ্বারা সৃষ্ট। সত্যযুগ মানেই শিবালয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা রোজই এমন নানা প্রকারের বিভিন্ন মতবাদ জানতে পারো। অতএব তোমাদেরও খুব খুশীতেই থাকা উচিত। যেখানে তোমরা জানো, স্বয়ং শিববাবা এই পাঠ পড়াচ্ছেন তোমাদের। তবে এমনটা যেন না হয় যে তোমরা কোনও সাকারীকে অর্থাৎ দেহধারীকে স্মরণ করবে। একমাত্র শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা এই সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। শিববাবা স্বয়ং অধিষ্ঠত হন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে। তাই ইনি ছাড়া আর কারওকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা চলে না। এছাড়াও রুদ্র-যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরও প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

শিববাবা স্বয়ং এসে প্রকৃত তথ্যগুলি জানান। এ কথাও প্রচলিত আছে যে, মুহূর্তেই পাওয়া যায় রাজ্য-ভাগ্য। বাচ্চারা, তোমরাও তো এমনই বলো যে, তোমরা শিববাবারই সন্তান। একমাত্র উনিই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অতএব তিনি তো অবশ্যই ওনার বাচ্চাদের অর্থাৎ বি.কে.-দেরকেই সেই স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্বের সাথে সাথে আরও অনেক কিছুই দেবেন - তাই না ? সত্যি, কতই না সুন্দর এই বাবা। আবার একথাও প্রচলিত আছে যে, মাত্র এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই জনক রাজা জীবনমুক্তি পেয়েছিল। তোমরাও তা খুব ভালভাবেই জানো, তোমরা বি.কে.-রাই শিববাবার সেই অধিকারী বাচ্চা। অতএব সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণে রাখতেই হবে। যেখানে উনি তোমাদেরকে দত্তক সন্তান হিসাবে গ্রহন করেছেন। তার উপরে আবার যার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্সাও পাওয়া যায়। এমন সুন্দর বাবাকে আর ওনার আশীর্বাদী-বর্সাকে কি আর স্মরণ না করে থাকা যায় ? লৌকিকেও যখন কোনও বাচ্চাকে দত্তক নেওয়া হয়, সেই বাচ্চা কিন্তু তা জানে, সে আগে কার বাচ্চা ছিল আর এখন কার বাচ্চা হলো। তখন তার মন পূর্বের মাতা-পিতার সম্পর্ক ভুলতে থাকে, আর নতুন মাতা-পিতার সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এখানেও তেমনি

তোমরা বলবে যে, তোমরা বি.কে.-রা এই শিববাবার দত্তক সন্তান। তবে আর পূর্বের (লৌকিক দেহধারী) বাবাকে স্মরণ করে কি লাভ ? এই বাবা যেখানে প্রিয় থেকেও প্রিয়তম, আবার এত বিশাল বিত্ত-সম্পদও দিতে চলেছেন উনি। বাবাও কতই না চেষ্টা করছেন, বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য। আর এমন কর্তব্যশীল বাবাকেই তোমরা মুহূর্তে-মুহূর্তে ভুলে যাও কি করে ? যেখানে অন্য যারা, তারা তো কেবল তোমাদের জীবনে এত দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়, তবুও তোমরা তাদেরকেই স্মরণ করতে থাকো আর শিববাবার মতন এমন বাবাকেও ভুলে যাও। তোমরা নিজেদের ঘর-সংসারেই থাকো, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই পুরুষার্থেই যা তোমাদের কষ্ট - কিন্তু এর দ্বারাই তো তোমাদের পাপের বিনাশ হবে। এক হিসাবে বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন একটা কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একবার যখন তোমরা আমার বাচ্চা হয়েছো, বিশ্বের মালিক তো তোমরা হবেই। তোমরাও তা ভালভাবেই জানো, একবার যখন বাবার বাচ্চা হতে পেরেছো, স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী তো তোমরা অবশ্যই হবে। এই ধারণাতেই তো তোমাদের খুশীর পারদ আরও চড়তে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা তো এও জানো যে, তোমাদের শরীরও এখন অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। তার উপর আবার কর্মফলের কর্মভোগও ভুগতে হবে। বাবা ও মাম্মাও খুশী মনেই তাদের কর্মভোগ ভুগেছেন। এর পরের ২১-জন্ম আবার কত অপার সুখ। বর্তমানের এই শরীরটা তো পুরোনো জুতোর মতন। এখন এই জন্মে কর্মভোগ ভোগের পর আগামী ২১-জন্ম আর কোনও কর্মভোগ ভুগতেই হবে না। ঠিক যেমন কোনও রোগের উপশম হলে, সবাই খুব খুশীই হয়। তেমনি কোনও আপদ-বিপদ এসে তা চলে গেলে, মনে কেমন আনন্দের জোয়ার আসে। তেমনি তোমরা এটাও বুঝতে পারো, এই (শেষ) জন্মেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের আপদ-বিপদ সবকিছুই আসে। তাই তো এই জন্মেই বাবার কাছে আসতেই হয় তোমাদের। এই ধরণের পয়েন্টগুলি মনন-চিন্তনে এনে তার উপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাবা তো শিখিয়েই দেন, কিভাবে নিজেই নিজের সাথে বার্তালাপ করবে। বি.কে.-দের এই জন্মটাই ৮৪-জন্মের অন্তিম জন্ম পুরো হচ্ছে। অতএব বাবার কাছে তো আসতেই হবে। তবেই তো বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাবে। এমন কি সাক্ষ্যাৎকারও হয় তাতে। যা আবার পরোক্ষে বা অপরোক্ষে হয়। যেমন মাম্মার কোনও সাক্ষাৎকারই হয়নি কখনও। (ব্রহ্মা) বাবার হয়েছে, বিনাশ ও স্থাপনার। আগামী ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে, তার নিখুঁত সাক্ষ্যাৎকার হয়েছে। যদিও শুরুতেই ওনার সে সবের অর্থ সেভাবে বোধগম্য হতো না যে ওনাকেই বিষ্ণু হতে হবে। ধীরে ধীরে পরে তা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই বিকারী গৃহস্থ-ধর্ম থেকে এখন নির্বিকারী গৃহস্থ-ধর্মে যেতে হবে - তত্ ত্বম্ (তোমাদেরও তাই করতে হবে)! বাচ্চারা, বাবার এই জ্ঞানের পাঠে তোমরাও এমনটা হতে পারো। তবে প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব রাখতে হবে এর জন্য। গীতের মাধ্যমে তো মাম্মার মহিমা শুনেছো। এবার নিশ্চয় বুঝে গেছো জগৎ-অম্বা কাকে বলা হয়। প্রকৃত অর্থে মাতা-পিতাই বা কে ? যিনি নিরাকার, মন-বুদ্ধিতে বসে আছেন। তিনি ঈশ্বরীয় পিতা অর্থাৎ "গড়-ফাদার"- এবার তো বুঝলে! তিনি নিরাকার। মাতা কিন্তু নিরাকার হয় না। কেবলমাত্র পিতাই নিরাকার। পিতা যখন তিনি, তবে তো আশীর্বাদী-বর্সাও অবশ্যই দেবেন তিনি। আর সে কারণেই ওনাকে আসতেও তো হবে এবং ওনাকেই ওনার প্রকৃত পরিচয়ও জানাতে হবে। যে কারণে ওনাকেই মাতা-পিতা উভয়ই হতে হয়। সে হিসাবে ইনিই হলেন বড় মাতা। আর দাদা অর্থাৎ দাদু হলেন গিয়ে নিরাকার। অতি আশ্চর্য-জনক তথ্য এগুলি। কিন্তু এক্ষেত্রে দাদী অর্থাৎ ঠাকুমা কেউ হন না। জন্মসূত্রে ব্রহ্মা তো পুরুষ, উনিও (শিবের) মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান। বাবা

জানাচ্ছেন – কত গুহ্য রহস্যের কথা জানিয়ে এসব বোঝাচ্ছেন বি.কে. বাচ্চাদেরকে। যা সাধারণ বুদ্ধিধারীদের মগজে তা নেই যে প্রকৃত মাতা-পিতা কে! জাগতিক লোকেরা তো ভাবে, কৃষ্ণই তা। মূল তফাৎ-টা হয়েছে তো এই কারণেই। একেই বলা হয় "গোড়ায় গলদ"! কিন্তু তারও তো কিছু কারণ থাকতে হবে। আর এই কারণেই ভারত আজ এত দুঃখী। কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পারছো কার ছলনায় তোমরা তা ভুলে গেছো। চিরকালই এই মায়া-রাবণ তোমাদেরকে এভাবেই ভ্রমিত করে বিপথে পরিচালিত করে। বাবা যেমন করন-করাবনহার, মায়াও তেমনি করন-করাবনহার। কিন্তু সুখদাতা বাবা হলেন সুখের করন-করাবনহার আর দুঃখদাত্রী মায়া হল দুঃখের করন-করাবনহার। মায়া সর্বদাই চেষ্টা করে বাচ্চাদেরকে বাবার থেকে বিমুখ করতে। তাই বাবা স্বয়ং এখন তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, "ওহে আত্মারা, নিরন্তর তোমরা কেবলমাত্র এই নিরাকার পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে থাকো।" যেমন, এই পরমাত্মাই তোমাদের প্রকৃত পিতা, তেমনি তোমরা আত্মারাও পরমাত্মার সন্তান। আর তোমরা যদি ওনার আশীর্বাদী-বর্সা পেতে চাও, তবে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তাতেই তোমাদের বিকর্মগুলির বিনাশ হবে।

অসীম বেহদের সেই বাবার কাছ থোকে এই শ্রীমৎ তোমরা পাও ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা। জাগতিক লোকেরাই তো বলে -গুরু হিসাবে একমাত্র ব্রহ্মাই জগৎ বিখ্যাত। তারপরেও তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কিম্বা ঈশ্বরের অর্থ অসীম অনন্ত। বাচ্চারা, ইতিপূর্বে তোমরাও তাই ভাবতে, হয়ত ওদের কথাই ঠিক। কিন্তু এখন তোমরা তা বুঝতে পারছো, রাবণ-মায়ার মোহে পড়ে তারা এমন সব ভুল কথা প্রচার করছে। একদিকে যেমন বলছে, ঈশ্বরের কোনও নাম-রূপ হয় না, তার সাথে সাথে এও বলছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। দুটি বিপরীত-ধর্মী কথা তো আর একসাথে চলতে পারে না। তাদের এমনই করুণ অবস্থা যে, গুরু যা কিছুই বলুক না কেন, সেটাই মানতে হবে। তাই খুব সহজেই মায়া তাদেরকে ভ্রমিত করতে পারে, অধঃপতনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাবা আসেন তোমাদেরকে অভুল বানিয়ে উন্নতির সোপানে চড়াতে। বাবা তো ওঁনার সাধ্যমতন খুব ভালভাবেই চেষ্টা করেন, এরপর যার যার নিজের কর্মফল অনুযায়ী নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে। তাই সদাই বাবাকে স্মরণে রাখতে হবে। যা খুবই কত সহজ পন্থা। বিবাহের পূর্বে কন্যার যখন বাগদান (সাগাই) হয়ে যায়, তখন থেকে সে নিজে বাইরের জগৎ থেকে একেবারেই পৃথক হয়ে থাকে তেমনি তোমাদেরও বাগদান হয়েছে শিববাবার সাথে, তাই তোমরাও তেমনি বাইরের জগতের প্রথাগুলি থেকে আলাদা থেকে নিজেদেরকে উজ্বল-পবিত্র বানাবে। আর তার জন্য দরকার লাগাতার বাবাকে স্মরণ করা। কারণ তোমাদের আত্মা পবিত্র হলেই তো তোমরা বাবার সাথে যেতে পারবে। তখন বাবা ওনার চোখের পলকে বসিয়ে তোমাদের নিয়ে যাবে। বাবা স্বয়ং গ্যারান্টীর সাথে বলছেন- কেবলমাত্র ওনাকে স্মরণ করতে পারলেই, তোমরা পাপমুক্ত হতে পারবে। তেমন কোনও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকলে পুরুষার্থ করবেই বা কি প্রকারে ? এখানে কোনও প্রকারের অন্ধশ্রদ্ধার প্রশ্নই নেই। এটা শিববাবার জ্ঞানের-কলেজ। যিনি স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অমরলোকের জন্য এই পাঠ তিনি পড়াচ্ছেন। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা হলো মৃত্যুলোক। যখন এই মৃত্যুলোকর বিনাশ হয়, তারপরে অবশ্যই সত্যযুগ আসে। অবিনাশী এই সৃষ্টি-চক্র এভাবেই ঘুরতে থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কচ্ছপের মতন সকল কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে গুঁটিয়ে নিয়ে বাবা আর বাবার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে কর্মযোগী হতে হবে। নিজেই নিজের সাথে জ্ঞান-রত্নের চর্চা করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-রত্নের আদান-প্রদান করে একে অপরকে পালনা করতে হবে। সবার সাথেই ঈশ্বরীয় ভালবাসা রাখতে হবে।

বরদান :- দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থর মতন রোগকে সদা কালের জন্য শেষ করার প্রতিমূর্তি হয়ে সফলতা-মূর্ত হও

ব্যাখ্যা :- সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার জন্য সকল বাচ্চাকেই এই দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, কখনই কোনও ব্যর্থ চিন্তা করবো না, ব্যর্থ কিছু দেখবো না, ব্যর্থ কিছু শুনবো না, ব্যর্থ কিছু বলবো না এবং কোনও প্রকার কোনও কিছুই ব্যর্থ কর্ম করবোই না। সর্বদাই সতর্ক থেকে, ব্যর্থর নাম-গন্ধও যেন সমাপ্ত করতে পারো। কারণ, এই ব্যর্থর রোগ একনাগাড়ে বাড়তেই থাকে। ব্যর্থতা কাউকেই যোগী হতে দেয় না, যেহেতু তা কেবল বিস্তার হতেই থাকে। সেই বিস্তারে ভ্রমিত হওয়া থেকে বুদ্ধিকে গুঁটিয়ে নেবার শক্তি দ্বারা সার স্বরূপে নিজেকে স্থিত করতে পারলেই, সহজযোগী ও সফলতার প্রতিমূর্তি হতে পারবে।

স্লোগান :- বলে-কয়ে অন্যকে শেখানোর চাইতে নিজেই তা করে দেখানোর উদাহরণ স্বরূপ হও।